ভারত থেকে আরও ২০ লাখ টিকা আসছে আজ

ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদিত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার করোনা প্রতিরোধী টিকার দ্বিতীয় চালান আাজ সোমবার দেশে আসার কথা রয়েছে।

তবে ফ্লাইট শিডিউল ঠিক না হওয়ায় কয়টা নাগাদ পৌঁছাবে তা নিশ্চিত করতে পারছে না সংশ্লিষ্টরা।

রোববার মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের একাধিক সূত্র যুগান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছে।

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সংসদ সদস্য নাজমুল হাসান পাপন গণমাধ্যমে বলেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি এবং রোববার থাকায় দুই দেশেই সরকারি ছুটি চলছে। এজন্য কখন টিকা আসছে সে বিষয় সোমবার সকালে নিশ্চিত হতে পারব। তবে এটি নিশ্চিত যে সোমবারই দেশে সেরামের টিকার দ্বিতীয় চালান আসবে।

এর আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি নিজে টিকা নেওয়ার পর ২২ তারিখ টিকার দ্বিতীয় চালান আসার কথা জানিয়েছিলেন নাজমুল হাসান পাপন। ওই দিন তিনি বলেন, টিকার দ্বিতীয় চালান ২১ থেকে ২৫ তারিখের মধ্যে আসবে বলে বলেছিলাম। ২২ তারিখেই চলে আসবে আশা করছি। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি মাসে ৫০ লাখ ডোজ টিকা পাঠানোর কথা থাকলেও এবার কম আসছে। ২০ থেকে ৩০ লাখ ডোজ আসবে।

এদিকে রোববার দুপুরে সেরাম ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা আদর পুনেওয়ালার একটি টুইট ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। টুইটে তিনি লিখেছেন, বিদেশি সরকার এবং রাষ্ট্রীয় নেতাদের জানাচ্ছি- ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি উৎপাদন বাড়াতে। সরকার ভারতের গ্রহীতাদের ভ্যাকসিন আগে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে আমরা আমাদের সরবরাহ ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছি প্রাথমিকভাবে। সেরামের কোভশিল্ড ব্রাজিল, মেক্সিকো, বাংলাদেশে সরবরাহ হচ্ছে। অন্য দেশেও যাচ্ছে। পুনেওয়ালার এ টুইটের পর বিভিন্ন দেশে টিকার প্রাপ্যতা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

৩ কোটি ডোজ করোনার টিকা পেতে ৫ নভেম্বর সেরাম ইনস্টিটিউটের

সঙ্গে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি মাসে ৫০ লাখ ডোজ টিকা পাঠানোর কথা। দেশে টিকার প্রথম চালান আসে ২৫ জানুয়ারি।

এর আগে উপহার হিসাবে বাংলাদেশে পাঠানো ভারত সরকারের ২০ লাখ টিকা পৌঁছায় ২১ তারিখ। এ টিকা পাওয়ার পর সরকার ২৭ জানুয়ারি দেশে প্রথম টিকা প্রয়োগ শুরু করে। ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় গণটিকা কার্যক্রম।

মুজিবনগরে ভৈরব নদীতে নিষিদ্ধ গিটি জাল আটক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ভৈরব নদীতে ১৫০০ বর্গ মিটার মাছ ধরার নতুন পদ্ধতি দোয়াড়ি আকৃতির চায়না গিটি জাল আটক করে মুজিবনগর উপজেলা মৎস অফিস।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলার দারিয়াপুর দক্ষিণ পাড়া মসজিদের সামনে ভৈরব নদীতে পাতা অবস্থায় এ সমস্ত জাল আটক করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম জানান, উপজেলা মৎস্য অফিসের লিফ জিয়াউর রহমান ও আনিছুর রহমানের তথ্যের ভিত্তিতে উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারি আহসান হাবিব সহ উপজেলা মৎস্য বিভাগ ভৈরব নদীতে অভিযান পরিচালনা করে এ সমস্ত নিষিদ্ধ জাল পানির নিচে পাতা অবস্থায় স্থানীয়দের সহযোগীতায় উদ্ধার করা হয় কিন্তু জালের মালিককে খুজে পাওয়া যায়নি উদ্ধার কৃত জালের মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা।

পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও মুজিবনগর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম জানান, মৎস্য সংরক্ষন আইন ১৯৫০

এর ধারা অনুযায়ী নিষিদ্ধ উদ্ধার কৃত ১৫০০ বর্গমিটার জাল জন সম্মুখে পুড়িয়ে বিনিষ্ট করা হয়।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতকে সহযোগীতা করেন মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই মোমিনুর রহমান ও সঙ্গীও ফোর্স।

গাংনীর সাহারবাটি স্বেচ্চায় রক্তদান সংগঠনের এক যুগে পদার্পণ

“মানুষ মানুষের জন্য,জীবন-জীবনের জন্য’। মনব সেবায় জীবন বিলিয়ে দিলে পাওয়া যায় সৃষ্টি কর্তার সান্নিধ্য। বিভিন্ন বয়সের মানুষের জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন এমন আবেদন প্রায়ই চোখে পড়ে। চোখে পড়ে একজন মূমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে এক ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন। চাহিদা দিয়ে রোগীর স্বজনেরা ছুটে বেড়ায় অনেকের দ্বারেদ্বারে। অনেকেই রক্তের জোগাড় না পেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢুলে পড়েন।

এমন মানবিক সেবার ব্রত নিয়ে গাংনী উপজেলার সাহারকবাটি গ্রামে কতিপয় যুবক “সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠন” নামে একটি সংগঠন গঠন করেন।

স্বেচ্ছাসেবী এ সংগঠনটি সাহারবাটি গ্রামের যুবক রাকিবুল ইসলাম টুটুল এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। নানা প্রতিকুলতা, বাধাঁ পেরিয়ে সম্প্রতি ১২ বছরে পদার্পণ করেছে। রক্তের জন্য এলাকার মানুষকে আর পেরেশান হতে হয়না। সম্পূর্ণ বিনা খরচে রক্ত পেয়ে থাকেন ভুক্তভোগীরা। প্রত্যন্তাঞ্চলে এমন একটি সংগঠন গঠন করায় এলকার অসংখ্য মানুষ উপকার পেয়ে প্রসংসা দিয়েছেন রক্তদানকারী যুবকদের।

সংগঠনের ১২ বছর পর্দাণে বিভিন্ন মহল থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজন যুবক প্রথমে সংগঠনের সদস্য হয়ে রক্ত দান কার্যক্রমের মত গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করলে তাদের দেখাদেখি এবং সংঠনের সভাপিত রাকিবুল ইসলামের আহব্বানে অনেক যুবক

এখানকার সদস্য হয়েছেন। সদস্যরা নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এলকার অনেক উপকারভোগীরা জানান, সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদার সংগঠন মানুষেল কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে। এমনই ভাবে প্রতিটি এলাকার যুবকরা রক্তদানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক। এক ব্যাগ রক্ত বাঁচাতে সাহায্য করবে একটি জীবন।

সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল সকল সদস্যকে নিয়ে সংগঠনটির বর্ষপুর্তী অনুষ্ঠান উদযাপন।

অনুষ্ঠানে জানান, ২০০৯ সালে সংগঠনের যাত্রাশুরু। এ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রুপের প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ব্যাগ রক্ত দিয়ে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে সহযোগীতা করা হয়েছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার রয়েছেন যারা রক্ত নেবার জন্য ব্যাগ ক্রয়ের টাকা জোগাড় করতে পারেনি, নিশ্বার্থভাবে তাদের নিজ অর্থে ব্যাগ সরবরাহ করেছেন সংগঠনের সভাপতি।

রাকিবুল ইসলাম বলেন, ভালকাজ করলেও সংগঠনটি কতিপয় মানুষের রোষানলে পড়ে। সংগঠনের বিভিন্ন ছেলেদের নানাভাবে হয়রানী করা হয়। নানা প্রতিকুলতার মোকাবিলা করেও টিকে আছে সাংগঠনিক অবকাঠামো। টিকে আছে স্বেচ্ছায় রক্তদানের সকল কার্যক্রম। যারা মানবসেবাই নিয়োজিত রয়েছেন তাদের জন্য সকলের সহযোগীতা আর দোয়া কামনা করেন তিনি।

মেহেরপুরে সর্বশান্ত হচ্ছে অধিকাংশ বিদেশগামীরা!

আল-আমিন, এম এফ রুপক:
পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য শেষ সম্বল টুকুও হারাতে হচ্ছে বিদেশ নামক সোনার হরিন ধরতে। কারও কারও ভাগ্যের চাকা ঘুরলেও নিঃস্ব হচ্ছেন অনেকেই। মেহেরপুরে লাইসেন্স বিহিন কথিত আদম

ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন বিদেশগামীরা। সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে প্রাণও হারাচ্ছেন কেউ কেউ। নিঃস্ব হয়ে পরিবারের সদস্যরা ভাসছে অথৈই সাগরে।

মেহেরপুরের প্রায় প্রতিটির গ্রামেই রয়েছে কমিশন ভিত্তিক দালাল। মোটা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষদের বিদেশে নিয়ে যাওয়ার নাম করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। অবৈধ কোম্পানী, কর্মহীন ভুয়া কোম্পানীর ভিসা কিংবা যে কাজের কথা বলে বিদেশে পাঠানো হয় সে কাজ না দিয়ে অন্য কাজ দেওয়া ইত্যাদি নানা কারনে প্রতারিত হয়ে দেশে ফিরছেন অনেকেই আবার কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে অবৈধ হয়ে যাচ্ছে প্রবাসে। অর্থ উপার্জনের আশায় শুধু পুরুষরা না মহিলারাও যাচ্ছেন বিদেশে। সেখানে নির্যাতিত হয়ে দেশে ফিরছেন অনেকেই।

আদম দালালের খপ্পরে পড়ে কপাল পুড়েছে কদভানু নামের এক গৃহবধুর। বাড়ি মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাঁঝাঁ গ্রামে। স্বামীর নাম আনারুল ইসলাম। আবার পরিবারের কথা ভেবে নির্যাতন সহ্য করে টিকে আছে অনেকেই। এদের মধ্যে রয়েছে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের হাসার আলীর স্ত্রী ঝর্না (ছদ্ব নাম)। রয়েছেন দুবাই।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে জনশক্তি পাঠানোর প্রক্রিয়াটা দালালনির্ভর। তবে তাদের দৌরাত্ম্য যে কতটা প্রকট, তা বেরিয়ে এসেছে এক গবেষণায়। এতে দেখা গেছে, ভিসা কেনাবেচা আর ধাপে ধাপে দালালদের কারণে ৩ থেকে ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে বিদেশগামীদের। বিষয়গুলো দেখভাল করার কথা প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু উল্টো সেখানেও ঘুষ-বাণিজ্যের অভিযোগ পেয়েছেন গবেষকেরা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর এবং মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে যাওয়া বিদেশগামী পুরুষদের ৯০ শতাংশই দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হচ্ছেন। আর ভিসা বা চাহিদাপত্র কিনতে শুধু ২০১৬ সালে ৫ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। মেহেরপুরে ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে এ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছে ৭ হাজার ৮শ ৯জন।

কেউ কেউ সুখে থাকলেও অনেকেই হারিয়েছেন শেষ সম্বল টুকু। ভুক্তভোগীরা দেশে ফিরে ন্যায় বিচারের আশায় বিভিন্ন দারে দারে ঘুরে বিচার না পেয়ে হতাশায় ভুগছে অনেকেই। আবার অভিযোগের ভিত্তিতে কেউ কেউ আটক হচ্ছেন পুলিশের হাতে। মেহেরপুর প্রতিদিনের বিশেষ অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এইসব আদম দালালের নাম। মেহেরপুরের

গাংনী থেকে লিবিয়ায় মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) সদস্যরা। উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের ভোলাডাঙ্গা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রয়েছে সামাদ ধানখোলা ইউপির কসবা মোল্লাপাড়া এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে এবং ভোলাডাঙ্গা হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক। তার নামে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানায় মানব পাচারের অভিযোগে মামলা রয়েছে। সম্প্রতি লিবিয়ায় মানব পাচারকারীদের কাছ থেকে অপহরণের পরে গুলিতে ২৬ জন বাংলাদেশি নিহত ও আহত হন ১১ জন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সামাদ ওই চক্রের সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করেন।

গাংনীর রামনগর গ্রামের খাইরুল ইসলাম। একই উপজেলার হাড়াভাঙ্গা পূর্বপাড়ার সৌদি প্রবাসী শাহাবুদ্দিনের স্ত্রীর কাছে ধাপে ধাপে ৯ লাখ টাকা দিয়ে সৌদতে যায় খাইরুল ইসলাম। বছর না যেতে তাকে দেশে ফেরত আসতে হয়। টাকা ফেরত চাইতে বেকে বসে শাহাবুদ্দিনের স্ত্রী আসমা খাতুন। উপায় না পেয়ে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে মামলা দায়ের করেন খাইরুল।

মুজিবনগর উপজেলার ভবের পাড়া গ্রামের ফিরোজ। বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাওয়ার নাম করে অনেকের কাছ থেকেই নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। তার বিরুদ্ধেও রয়েছে প্রতারণার মামলা। একই উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের আনোয়ার কোন রকম লাইসেন্স ছাড়াই চালাচ্ছে বিদেশে লোক পাঠানোর কাজ। সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের আমিরুল ইসলাম, তার ভাই মোমিনুল ইসলাম, একই কায়দায় চালাচ্ছে আদম দালালী। কমিশনের ভিত্তিতে এলাকায় থেকে লোক পাঠানোর কাজ করেন তারা।

গাংনীর আযান গ্রামের নিয়াজুল ইসলাম। দালালী করতে গিয়ে এক বছর জেলও খেটেছেন। লাইসেন্স বিহীন আদম দালালের তালিকায় রয়েছেন তেরাইল গ্রামের জাহাঙ্গীর, বামুন্দীর কাসেম, কাজীপুর গ্রামের আসমত, চেঙ্গাড়ার আব্দুর রাজ্জাক এলাকার প্রভাবশালী আদম দালাল। আরেক আদম ব্যবসায়ী গাংনী উপজেলার খড়মপুর গ্রামের আহম্মদ আলী এ উপজেলার খড়মপুর গ্রামের সাদাত আলীর ছেলে আসান আলী, একই গ্রামের জাকিরুল, ওয়াসিম, কসবা গ্রামের জিয়াউর, সানঘাটের সাইফুল, পাকুড়িয়ার রুস্তম, আড়পাড়ার মিনারুল ও মেহেরপুর সদরের আমদহ গ্রামের লালনকে একই রকমের ফাঁদে ফেলে টাকা আদায়ের পর মালয়েশিয়া পাঠায়। তারা এখনও অবৈধভাবে মালয়েশিয়া অবস্থান করছে। চুরি করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

মেহেরপুরে যতারপুর গ্রামের মেহেদী হাসান ওরফে বিজন। ব্রুনাইয়ে মানব পাচার চক্রের প্রধান ব্যক্তি। মেহেদী ব্রুনাইয়ের এক নারীর সঙ্গে যৌথভাবে, কখনো এককভাবে একাধিক নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান খুলে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১০ হাজার মানুষ পাচার করেন। সর্বশেষ ৪ শতাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে ৩৩ কোটি টাকা নিয়ে মাত্র ৬০ জনকে ব্রুনাইয়ে নিয়ে যায় মেহেদী। কিন্তু তাঁদের কোনো কাজ দেওয়া হয়নি। ব্রুনাইয়ে রাস্তায় তাঁদের দিন কাটতে থাকে। পরে করোনা মহামারির সময় দেশে নিজ পরিবারের আর্থিক সহযোগিতায় গত জানুয়ারিতে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তাঁরা ব্রুনাইয়ে অবস্থানরত মেহেদী হাসানসহ তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মানব পাচার ও প্রতারণার আইনে অন্তত ২০টি মামলা করেন। তাঁর কয়েকজন সহযোগী ধরা পড়লেও পুলিশ বলছে, মেহেদী হাসান ও তাঁর অন্য সহযোগীরা দেশে গা ঢাকা দিয়ে আছেন।

গাংনী উপজেলার হিজল বাড়িয়া গ্রামের ইয়াছিন আলীর ছেলে নাহিদ। নাহিদ বিভিন্নভাবে এলাকার সাধারণ মানুষকে ফুসলিয়ে ভুয়া ভিসায় সৌদিতে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। তার প্রতারণার শিকারে অনেকেই সর্ব শান্ত হয়েছে জানা গেছে। এই নাহিদরে মাধ্যমেই ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ১৭ জন শ্রমিক সৌদিতে পাড়ি জমায়। প্রতারনার শিকার হয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন পার করছিল তারা। এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর বাংলাদেশ এ্যাম্বাসির সহযোগীতায় দেশে ফেরে তারা। এ ছাড়াও দালালের খপ্পরে পড়ে ১০ লাখ টাকা দিয়ে অবৈধভাবে গ্রীসে যাওয়ার পথে লাশ হতে হয়েছে ইব্রাহিম নামের একজনকে। মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের নুরুল আমিন এর ছেলে ইব্রাহিম।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি জানান, প্রবাসে গিয়ে যারা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন তাদের সহযোগীতার জন্য আলাদাভাবে খোলা হয়েছে প্রবাসী কল্যান হেল্প ডেস্ক। এ ধরনের অভিযোগ আসলে সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হয়। যদি সমাধান না হয় তাহলে আদালতের দারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে প্রবাসে যাওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেন পুলিশ সুপার।

ঝিনাইদহে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে কণ্ঠে কণ্ঠে সেই গান- আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ। রক্তের দামে এসেছিল বাংলার স্বীকৃতি আর তার সিঁড়ি বেয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতা।

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাঙালির এই আত্মত্যাগের দিনটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে।

গর্ব আর শোকের এই দিনটি বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করেছে জাতি, যার সূচনা হয়েছে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে।
একুশের প্রথম প্রহরেই শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে র্যালী যোগে আসতে শুরু করে নানা সংগঠন। জড়ো হয় শহীদ মিনারের পাদদেশে।

রাত ১২ টা ১ মিনিটে প্রথমে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ সময় ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরসভার মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস, ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায় শফিকুল ইসলাম শিমুল, ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি- রানা হামিদ, সাধারণ সম্পাদক – আব্দুল আওয়ালসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে একে একে জেলা পুলিশ, বিচার বিভাগ, বিভিন্ন সাংবাদিক ক্লাবসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ নানা শ্রেণি পেশার মানুষ শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মহেশপুরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

ঝিনাইদহ মহেশপুর উপজেলায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে জাতীয় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। রাত ১২ টা ১ মিনিটে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং পরবর্তীতে মহেশপুর থানা পুলিশ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নানা শ্রেণি পেশার মানুষ শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

একুশের প্রথম প্রহরে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দলে দলে র্যালী নিয়ে জড়ো হয় প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনসহ ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলা শহীদ মিনারে, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ময়জদ্দীন হামিদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাশ্বতী শীল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাজ্জাদুল ইসলাম সাজ্জাদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মীর সুলতানুজ্জামান লিটন, পৌর মেয়র আব্দুর রশিদ খাঁন, মহেশপুর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামসহ উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতাকর্মী।

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

জানিয়েছে আলমডাঙ্গা প্রেস ক্লাব

একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে আলমডাঙ্গা প্রেস ক্লাব। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের সময় উপস্থিত ছিলেন দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের প্রশান্ত বিশ্বাস, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যুরো প্রধান তানভির সোহেল, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের সহকারী ব্যুরো গোলাম সরোয়ার সদু, দৈনিক মাথাভাঙ্গা বেলগাছি প্রতিনিধি আতিক বিশ্বাস, দৈনিক চলবিলের আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি রানা আহমেদ, সালাউদ্দিন মুক্তার, প্রেস ক্লাবের অন্যন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে রাত পৌনে ১২টায় বের হওয়া শোক র্যালীতে অংশগ্রহণ করেন তারা। র্যালীটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

এরপর একে একে প্রশাসন, শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন, শহীদ মিনারের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করে তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া-মোনাজাত করা হয়।

আলমডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন পৃথক পৃথক ভাবে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেছে। গতকাল রাত ১২ টা ১ মিনিটে শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্পমাল্য অর্পণ

করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল ৭ টার দিকে র্যালী সহকারে শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। এ সময় চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, সংগীত প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন, প্রধান বক্তা পৌর মেয়র উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদির গনু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি হুমায়ন কবির, থানা অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবির।

কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামিম রেজার উপস্থাপনায়, অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী, উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আফাজ উদ্দিন, আলমডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ্ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, আবাসিক প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী তুষার কান্তি, রফিকুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার সায়লা শারমীন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, উপজেলা মৎস অফিসার কামরুন্নাহার আখি,

উপজেলা প.প কর্মকর্তা হাসানুজ্জামান খান, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার আনিসুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ শাহাবুদ্দিন, আলহাজ্ব শেখ নুর মোহাম্মদ জকু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মনীন্দ্রনাথ দত্ত, ওয়াজেদ আলী মাস্টার, ভিডিবি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার মুঞ্জুরুল ইসলাম বেলু,

উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ জামসিদুল হক মুনি, সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

রবিউল ইসলাম খান, সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার, প্রভাষক রফিকুল ইসলাম, তাপস রশিদ প্রমুখ।
সভায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অতিথি বৃন্দ।

সংগীত পরিবেশন করেন কলা কেলাকেন্দ্র, মুক্তিযোদ্ধা সাংস্কৃতিক শিল্পি গোষ্টি, ও স্প্রিন্টাস সাংস্কৃতিক গোষ্টি। চিত্রাঙ্কন ও কবিতা আবৃতিতে অংশ নেয় বালিকা বিদ্যালয়, কলেজিয়েট স্কুল, সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, ব্রাইট মডেল স্ক্লু, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন।

জীবননগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

জীবননগর উপজেলায় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ৮ টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ থেকে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একটি র্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এসএম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেযারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,

জীবননগর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দ্বিনেশ চন্দ্র পাল, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জাকির হোসেন মোড়ল, সমবায় অফিসার মতেহার হোসেনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি পালিত

সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনাতেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অমর ২১শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়েছে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৭ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে জাতীয়, দলীয় ও শোক পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পূস্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

সকাল ৮ টায় দর্শনা পৌরসভার আয়োজনে দর্শনা পৌর/কলেজ মাঠে গণজমায়েত হয়। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ আসেন। এরপর জাতীয় পতাকা ও শোক পতাকা উত্তোলন করা হয়।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু ও শোক পতাকা উত্তোলন করেন, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান। এরপর দর্শনা সরকারি কলেজে অবস্থিত দর্শনার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান করে সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় ও শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। শপথ বাক্য পাঠ করান, দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শহীদুল ইসলাম।

তারপরে একে একে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ বেদিতে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন। সকল শহীদদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ মিনারে

পূস্পমাল্য অর্পণ করে, রাজনৈতিক দল- আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জাসদ, দর্শনা সরকারি কলেজ, দর্শনা ডি এস ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা, দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মেমনগর বি ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, অংকুর আদর্শ বিদ্যালয়,

লিটিল এনজেল্স স্কুল, আদর্শ প্রি ক্যাডেট স্কুল, আজমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঈশ্বরচন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শান্তি নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাস্টম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দর্শনা পৌর বিশেষ প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দর্শনা প্রেস ক্লাব, ফারিয়া, রেল বাজার দোকান মালিক সমিতি, পুরাতন বাজার দোকান মালিক সমিতি, দর্শনা সোসাইটি, মৌচাক সংগঠন, সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, অনির্বাণ থিয়েটার, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান উপজেলা শাখাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ।